সিকৃবি ও চবিতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ

সিলেট অফিস ও চবি প্রতিনিধি ▷

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মিসভাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষে অন্তত ২১ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক এবং তাঁদের বিদ্রোহী পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদিকে শাটল ট্রেনের সিটে বসা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে এ সংঘর্ষ হয়। ঘণ্টাব্যাপী চলা পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে ছাত্রলীগের সভাপতি আশিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মো. এমাদুল হোসাইনের পক্ষে কর্মিসভার সময় তাদের প্রতিপক্ষ বাধা দেয়। বিদ্রোহী গ্রুপে নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগের সহসভাপতি শরীফ হোসাইন, সাব্বির মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক আরমান হোসাইন, আকাশ ভূইয়া ও প্রান্ত ইসলাম। এক পর্যায়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় পাঁচটি আবাসিক হলে থেকে দুই পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে আহত হন উভয় পক্ষের ২১ জন।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ারের এডিশনাল চিফ ডা. সুজিত কুমার পাল বলেন, 'এখন পর্যন্ত এখানে আহত ২০ জন চিকিৎসা নিতে এসেছেন। একজন ওসমানী মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।'

শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাব্বির মোল্লা বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। জুমার নামাজের পর বাইরে গিয়েছিলাম। মাত্র এসেছি ক্যাম্পাসে। সংঘর্ষ হয়েছে কি না খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি আশিকুর রহমান বলেন, 'আমি ও সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের অনুমতি নিয়ে কর্মিসভার আয়োজন করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং প্রশাসনের ইন্ধনে বিদ্রোহী ছাত্রলীগ তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এতে অনেকে আহত হয়েছেন।'

প্রক্টর অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম সোহাগ বলেন, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে। সভাপতির অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করে বলেন, 'এ রকম কিছু না। এটা উনার (ছাত্রলীগ সভাপতি) ধারণা। সবাই আমার ছাত্র।'

চবির ঘটনায় জানা গেছে, শহরের বটতলী স্টেশন থেকে রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে ছেড়ে আসা শাটল ট্রেনে বাগবিতণ্ডা হয় শাখা ছাত্রলীগের ভিএক্স ও সিক্সটি নাইন গ্রুপের কয়েক কর্মীর মধ্যে। পরে শাটল ট্রেনটি চবি স্টেশনে পৌঁছালে সেখানে উভয় পক্ষের কর্মীদের মধ্যে আবারও বাগবিতণ্ডার পর হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরে সিক্সটি নাইনের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হলে অবস্থানরত ভিএক্স গ্রুপের কর্মীদের ওপর হামলা চালালে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।